

পৃথিবীতে আমারও কোনও প্রযাজেন ছিল না

আমার কথা:.....

আমার গুরুদেবে যদিও আসতেন পৃথিবীতে আমারও কোনও প্রযাজেন ছিল না পৃথিবীতে থাকার।

গুরু কী????

আমার জীবনে সবকিছুই তিনি তাঁর পায়ে যখন আশ্রয় পেলোম, তখন বুঝিনি যে কার পা ধরছি। এখন পরিস্কার, অনেকেটাই পরিস্কার যে বড় জনিসিরে পা ধরছিলাম, বড় মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলাম।

গুরুদেবে কী শিখিয়েছিলেন?

আমাদের অনেকে দায়িত্ব আছে, কাজ আছে, সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে।

আজ যদি গুরুদেবে এখানে থাকতেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে এই কথাই বলতাম, ‘গুরুদেবে, তুমি বলছিলেন তুমি পারবে’, আমি পরেছি। আমি পরেছি।

মানুষকে বাঁচাতে পারছি - যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মথিয়া।’

এই জন্ম কোনওকিছুর পরিবর্তন হয়নি। কোনও কিছু ত্যাগের পরিবর্তন হয়নি, কোনওকিছু ত্যাগ করতে হয়নি আমাকে এবং আপনাদেরও কোনও কিছু ত্যাগ করতে হবে না।

ত্যাগ করতে যেটা হবে- আপনাদের অজ্ঞানতা, ভ্রম, আসক্তি, প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, সন্দেহ, অবিশ্বাস। সেটাই শুধু ত্যাগ হবে।

জ্ঞান কখনও ত্যাগ হয় না।

তাই গুরুদেবে থাকলে তাঁর পায়ে ধরে বলতাম- তুমি কী করছে? জানতাম না।

তুমি বলছিলেন, তুমি পারবে, কিন্তু এতটা পারব, আমি জানতাম না।’

এটা একমাত্র গুরুর পক্ষেই সম্ভব। গুরুকে ভালবাসলেই এটা সম্ভব।

মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন, সেই দেবতাকে যে জাগিয়ে তালো যায়, তাঁকে অনেকে উঁচুতে উঠিয়ে নিয়ে আনা যায়।

আমার গুরুদেবে আমাকে সেটা শিখিয়ে গিয়েছে।

প্রত্যেকের মধ্যে সেই দেবতা বাস করছেন, তাঁকে বাইরে খুঁজতে যেতে হবে না।

তামার অন্তরমহলেই তুমি তাঁকে খুঁজে পাবে।

আর সাম্য? আমার ভেতরে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে আমি অসাম্য কোথাও দেখব না।

আমি সব জায়গায় সাম্যই দেখব।

আমার গুরুদেবে বদোন্ত বাঁচাচ্ছিলেন। তখন আমারই মতো একজন গৃহী ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে।

তিনি আমার গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করছেন, ‘আপনি যে বদোন্ত বলছেন আমরা কি এটা

বুঝব?’

আমি সঙ্কে সঙ্কে উত্তর দিচ্ছিলাম, ‘গুরুদেবে যখন বলছেন তখন নশ্চয়ই আমি বুঝব। উনি আমাকে বারোবার জন্মই তাে বারোচ্ছেন। না বারোনারে জন্ম নয়। আমি বুঝছি।’

এটা গটোরবরে সাথে বলা দরকার যে এটা বুঝছি। আমি গুরু কৃপায় জানতে পেরেছি যে যে ঈশ্বর আছেন।

